কোরবানি

স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণের অনন্য নিদর্শন

ড. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে পৃথিবীতে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তাদের দায়িত্ব প্রবৃত্তির তাড়না, সামাজিক কুপ্রথা ও অন্ধ অনুকরণ পরিহার করে স্রষ্টার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশ করা। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কোরবানির বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক জাতির জন্য কোরবানির বিধান নির্ধারণ করেছেন। মানুষ এর মাধ্যমে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে। তার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী ও আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কোরবানি নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ। অতএব তারই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং অনুগতদের সুসংবাদ দাও' (আল-কুরআন, ২২ : ৩৪)। আল-কুরআনে পশু জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর স্বীকৃতি প্রদান ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

হজরত ইবরাহিম আ. ও তার পুত্র ইসমাঈল আ. এর আত্মত্যাগ স্মরণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে পশু কোরবানির বিধান দিয়েছেন। এ কোরবানির মাধ্যমে পিতা-পুত্র উভয়েই আল্লাহর আদেশের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও ধৈর্যশীলতার সুস্পষ্ট কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'অতঃপর যখন তার ছেলে তার সঙ্গে চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বলল, হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, অতএব তোমার কী অভিমত? পুত্র বলল: হে আমার পিতা, আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়েই আত্মসমর্পণ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শুয়ে দিল তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ—এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান জবেহের বিনিময়ে' (আল-কুরআন,৩৭ : ১০২-

১০৭)। পিতা-পুত্রের এ কোরবানি মানব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা। যার মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে নিজেকে সমর্পণ করার দীক্ষা লাভ করে থাকে।

কোরবানির অন্যতম শিক্ষা হলো আল্লাহর দাসত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। জাহিলি যুগের মুশরিকরা আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করলেও বিভিন্ন ইবাদত ও কোরবানির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্যান্য দেবতা, মূর্তি বা প্রাকৃতিক বস্তুর অংশীদারিত্ব করত। তারা তৎকালীন বিভিন্ন কুপ্রথা ও অন্ধ অনুকরণের অনুগামী ছিল। তারা ফসল, গবাদি পশু ইত্যাদির একাংশ আল্লাহর নামে এবং অবশিষ্টাংশ লাত, উজ্জা, মানাতসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করত এবং এসব পশুর রক্ত মূর্তির গায়ে ছিটিয়ে দিত। তারা বিশ্বাস করত যে, উৎসর্গকৃত পশু বা ফসল দেব-দেবীর সন্তুষ্ট করে এবং বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। তারা নির্দিষ্ট পশুকে (বাহিরাহ, সায়িবাহ, ওয়াসিলা ও হাম ইত্যাদি নামে) নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ করে দেবতাদের উদ্দেশে মুক্তভাবে ছেড়ে দিত। আল-কুরআনে তাদের এহেন কর্মকাণ্ডকে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তির আনুগত্য ও নিকৃষ্ট কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, আর আল্লাহ যে শস্য ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেখান থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে। অতঃপর তাদের ধারণা অনুসারে তারা বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের শরিকদের জন্য।' অতঃপর যা তাদের শরিকদের জন্য, তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, আর যা আল্লাহর জন্য তা তাদের শরিকদের কাছে পৌঁছে যায়। তারা যে ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ (আল-কুরআন, ৬: ১৩৬)।

আল-কুরআনে প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবারের সদস্য ও আত্মসমর্পণকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন শ্রেণির জীবকে মানুষের অধীন করেছেন। এসব জীব নিজেদের জীবন বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তা না হলে মানুষের পক্ষে পশু কোরবানি করা অসম্ভব হয়ে যেত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তাদের জন্য আমি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত জন্তু এবং তারাই এগুলোর অধিকারী। আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি, ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু' (আল-কুরআন, ৩৬: ৭১-৭৩)। আল-কুরআনের অন্য স্থানে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, 'এবং কাবার জন্যে উৎসর্গকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে, সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে অভাবী মানুষের কাছে হাত পাতে না ও যে, অভাবী মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। এমনইভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' (আল-কুরআন,২২: ৩৬)। আল্লাহর নির্দেশেই অন্যান্য সৃষ্টি মানুষের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে থাকে। স্রষ্টার প্রতি অন্যান্য জীবের আত্মত্যাগ মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়।

■ লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি